সত্য উন্মোচনে অবিচল

সাপ্তাহিক

তদন্ত চিত্র

প্রতিষ্ঠাতা প্রকাশক : এস এম শাহাদাৎ হোসেন

www.tadantachitra.com

রেজি নং- ডিএ ঃ ৪১৫৮৩ ॥ বর্ষ-৩০ ॥ সংখ্যা-৩২ ॥ সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ ॥ ২১ শ্রাবণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৯ মহররম ১৪৪৬ ॥ পৃষ্ঠা ০৮ ॥ মূল্য ২০ টাকা

আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

বিস্তারিত ২য় পাতায়

গণপূর্তের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আলমগীর খানের নেতৃত্বে লুটপাটের আখড়া

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

গণপূর্ত অধিদপ্তরের ই/এম বিভাগ-৬ এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী ও বর্তমান ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আলমগীর খানের নেতৃত্বে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ঢাকা জোনের ই/এম শাখা দুর্নীতি, অনিয়ম ও লুটপাটে আখড়া হিসেবে গড়ে উঠেছে। দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ এসব কর্মকর্তারা বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এই দুর্নীতির সিন্ডিকেটে তার সহযোগী হিসেবে রয়েছে উপ-সহকারী প্রকৌশলী জাহিদ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মজুমদার ট্রেডিং। আলমগীর খানের নেতৃত্বে ঢাকা জোন পুরো লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিনত হয়েছে।

দুর্নীতির চিত্র সূচনা চিত্রপট:

এই অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সাভার স্মৃতিসৌধ এলাকায় সিসি ক্যামেরা না বসিয়ে কোটি টাকা আত্মসাৎ গাড়ি চালকের বেতন বাবদ ৮৭ লক্ষ টাকা অপচয়, পর্যাপ্ত জনবল থাকা সত্ত্বেও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেখিয়ে অর্থ লুটপাট এবং ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের মত গুরুতর অপরাধের অভিযোগ নিয়ে তিনি বহাল তবিয়তে চেয়ারে রয়েছেন।

দুর্নীতির চিত্র-১

সাভার স্মৃতিসৌধ এলাকায় কোনো সিসি ক্যামেরা স্থাপন না করেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে ১ কোটি ১৮ লাখ টাকা বিল পরিশোধ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

দুর্নীতির চিত্র-২

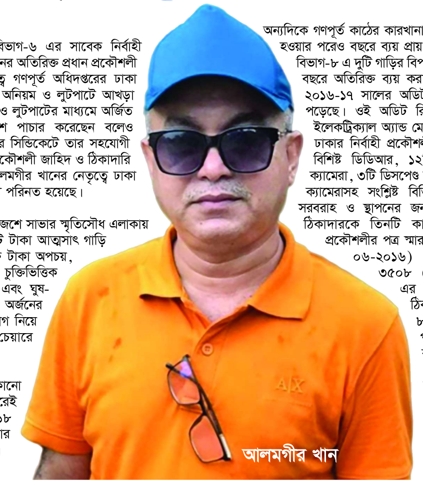

আলমগীর খান

অন্যদিকে গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ উচ্চমান মূল্যে হস্তান্তর হওয়ার পরেও বছরে ব্যয় প্রায় ৬ কোটি টাকা। আর ই/এম বিভাগ-৮ এ দুটি গাড়ির বিপরীতে ৩১ জন চালকের পেছনে বছরে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে ৮৭ লাখ টাকা। যা ২০১৬-১৭ সালের অডিট রিপোর্টে এই অনিয়ম ধরা পড়েছে। ওই অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড মেকানিক্যাল (ই/এম) বিভাগ-৬ ঢাকার নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয় ৩টি ১৬ চ্যানেল বিশিষ্ট ডিডিআর, ১২টি পিটিডোঙ ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, ৩টি ডিসপেণ্ড মনিটর, ১০টি ডে নাইট ভিশন ক্যামেরাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মালামাল চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য পর পর দুদিনে একজন ঠিকাদারকে তিনটি কার্যাদেশ দেয়। উপবিভাগীয় প্রকৌশলীর পত্র স্মারক নং- ৩৫০২ (তারিখ; ১৪-০৬-২০১৬) এবং স্মারক নং-৩৫০৭ ও ৩৫০৮ (তারিখ: ১৫- ০৬-২০১৬)-এর মাধ্যমে চুক্তি মোতাবেক ঠিকাদারকে ১ কোটি ১৮ লাখ ৮১ হাজার টাকা। চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হলেও কাজগুলো সমাপ্ত করা হয়নি। ওই বছরের ২০ অক্টোবর অডিট বিভাগের কর্মকর্তারা সাভার স্মৃতিসৌধে সরেজমিন গিয়ে দেখেন, এসব ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত কারিগরি লোক থাকার

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

অন্তজা পালের সাথে অবৈধ সম্পর্ক; অফিসে চলে আমোদ-প্রমোদ!

- মুগদা হাসপাতাল; ভুয়া ভাউচারে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ
- মদ-নারীতে আসক্ত গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

গণপূর্ত অধিদপ্তরের ই/এম-৬ বিভাগের উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) অন্তজা শময়িতা পাল টানা কয়েক বছর ধরে এই দপ্তরের কর্মরত। ই/এম-৬ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাসের অধিনস্থ কর্মকর্তা তিনি। একই দপ্তরের কর্মরত থাকার সুবাধে সহকর্মী থেকে সম্পর্ক গড়ায় অনৈতিক সম্পর্কে। এমন ঘটনায় পবিত্র কুমার দাসের বাসায় বেঁধেছে হগুগোল। একাধিকবার পারিবারিক অশান্তি মোকাবেলা করতে হয়েছে নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাসকে। পরিবার থেকে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী পর্যন্ত গড়িয়েছে তাদের প্রেমালাপের ঝামেলা। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে বার বার সতর্ক করা হলেও থেমে নেই তাদের অনৈতিক সম্পর্ক।

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

পুলিশের গুলি, হামলা শিকার হয়ে আহত দুই শতাধিক সাংবাদিক

কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত চার সাংবাদিক মারা যাওয়ার পাশাপাশি পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন অন্তত ৩৫ জনের মতো। গুলি বা হামলা শিকার হয়ে আহত হয়েছেন অন্তত ২২৬ জন সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী। আহত সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমগুলোর সঙ্গে কথা বলে এই তথ্য পাওয়া গেছে।

পুলিশের গুলিতে নিহত ৪ সাংবাদিক

কোটা আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহের সময় ঢাকায় নিহত হন সাংবাদিক মেহেদী হাসান ও তৌহিদ জামান প্রিয়, সিলেটে এটিএম তুরাব ও গাজীপুরে মো. শাকিল হোসেন।

হাসান মেহেদী ঢাকা টাইমস পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার ছিলেন। ১৮ জুলাই সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ী এলাকায় সংবাদ সংগ্রহকালে পুলিশের গুলিতে হাসান মেহেদী গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকরা

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৪

মসজিদে আশ্রয় নিয়েও প্রাণে রক্ষা পেলেন না যুবক

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণের ঘটনা জানতে পেরে ভাগ্নে ও ভাগ্নি জামাইকে শাসন করার জের ধরে বগুড়ায় রতন ওরফে কাবিলা নামে এক যুবক খুন হয়েছেন। ধাওয়া খেয়ে মসজিদে আশ্রয় নিয়েও রক্ষা পায়নি ওই যুবক। মসজিদে প্রবেশ করেই তকে কুপিয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (২ আগস্ট) ভোর ৫টার দিকে এরুলিয়া খন্দকার পাড়ায় মসজিদের ভেতর তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়।

নিহত ওই যুবকের নাম রতন জিলাদার ওরফে কাবিলা (৩২)। তিনি বগুড়া সদরের এরুলিয়া জিলাদারপাড়ার মৃত শাবদুল জিলাদারের ছেলে। তিনি পেশায় মাংসের দোকান কর্মচারী ছিলেন। জানা যায়, স্ত্রীকে ধর্ষণের ঘটনার জেরে গত বুধবার

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৬

সরেজমিন পর্ব-২

রাজউকের পরিচালক তাজিনা সরোয়ারের কাছে জিম্মি ভবন মালিকরা!

ইমারত পরিদর্শক থেকে প্রতিমাসে ৫ লক্ষ টাকা করে মাসোয়ারা ও তাজিনা সরোয়ারের অবৈধ সম্পদ, পারিবারিক তথ্য নিয়ে থাকছে বিস্তারিত পরবর্তী প্রতিবেদনে....

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের পরিচালক (জোন-৩) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজিনা সরোয়ারের কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে বৈধভাবে বাড়ী নির্মাণ করা মালিকরা। কারণে-অকারণে নোটিশ দিয়ে বেশিরভাগ বাড়ীর মালিককে হয়রানি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসব বাড়ীর মালিকরা আরো হয়রানির শিকার হওয়ার ভয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তবে অনেকেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে তাজিনা সরোয়ারের বিরুদ্ধে মোটা অংকের ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ করেছেন এ প্রতিবেদকের কাছে। টাকা না দিলে নানা বাহ-না দিয়ে ভবনের অংশ ভেঙ্গে দিবেন বলে হুমকি দেন তাজিনা সরোয়ার। তার এমন বেআইনি কর্মকান্ডে হয়রানি হওয়া এক ব্যক্তি বেশকিছু দিন আগে তাজিনা সরোয়ারকে হুমকি দেন। তাজিনা জানিয়েছেন, মানুষের অবৈধ ভবন ভাঙ্গার নির্দেশ দেয় চেয়ারম্যান আমি শুধু দায়িত্ব পালন করি। এতে মানুষ আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়। আমাকে নানামুখী হয়রানী করে। মিরপুর একবার আমাকে কাফনের কাপড় পাঠিয়েছে। সেই হুমকি পেয়ে বাসা পরিবর্তন করি। বর্তমানে উত্তরা বসবাস করছি। তবে তার এক সহকর্মী বলছেন, এটা তার বানানো গল্প, এ যুগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে কেউ কাফনের কাপড় পাঠানোর সাহস নাই। মূলত সেদিন আমি তার একটা ভবনের অভিযানে ছিলাম, বাড়ীর মালিকদের সাথে টাকা লেনদেন নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। স্থানীয় লোকজন আমাকে জানিয়েছে তাজিনা ওই ভবন থেকে ১ কোটি টাকা দাবী করেছে, বাড়ীর মালিক না দিতে অস্বীকৃত জানালে তখনই বাজে বিপত্তি। এরপর বাড়ীর মালিক তাজিনাকে দেখে নিবে বলে হুমকি দেন। তাজিনা সেই ভয়ে মিরপুর এলাকা ছেড়ে উত্তরা বসবাস শুরু করেন। বসবাসের স্থান পরিবর্তন করেই মিরপুর এলাকা ঘুষের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

জানা গেছে, গত তিন মাস তার এলাকায় উল্লেখযোগ্য কোন অবৈধ ভবনে অভিযান না হলেও একাধিক ভবনে নোটিশ দিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। রাজধানীর বেইলী রোডে রেষ্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের পর তাজিনা সরোয়ারের ভাগ্য বেশ পরিবর্তন হয়েছে। এ ঘটনার পর পরিচালক (জোন-৩) এলাকার প্রতিটি রেষ্টুরেন্ট ও অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন থেকে মোটা

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৬

জনস্বাস্থ্যের প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগ!

বিশেষ প্রতিবেদক

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দুর্নীতির অভিযোগে ব্যাপক আলোচিত সাবেক প্রধান প্রকৌশলী সাইফুল রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এর যতগুলো দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তার সব কয়টিতেই সম্পৃক্ত ছিলেন বর্তমান প্রধান প্রকৌশলী তুষার মোহন সাধু খাঁ। নতুন করে তার বিরুদ্ধে অর্থ পাচার চাকরির বিধি বহির্ভূত প্রধান প্রকৌশলীর পথ বাগিয়ে নেওয়া সহ গুরুতর বেশ কিছু অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, সারাদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের সাবেক প্রকল্প পরিচালক তুষার মোহন সাধু খাঁ'র বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি ও বিদেশে টাকা পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই চাউর রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক থাকাকালীন সময়ে দুর্নীতি অনিয়মের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দেশের বাহিরে পাচার করছে এমন অভিযোগে অনুসন্ধান করে জানা যায়, তার পরিবারের একাধিক সদস্য, সন্তান বিদেশে লেখাপড়া করছে উন্নত দেশে। সেখানে তিনি নিজের সেকেন্ড হোম তৈরি করেছেন।

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বরাবর এই অভিযোগ দিয়েছেন শামিম হোসেন নামের এক ব্যক্তি। স্বেচ্ছাচারিতা ও নিম্নমানের কাজের মধ্যদিয়ে প্রকল্পের শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। এসব টাকা লুটপাটের কারণে তদন্তপূর্বক তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ওই অভিযোগে দাবি জানানো হয়।

এ অভিযোগ গত বছর ৩১ অক্টোবর আবেদনটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছেন শামিম হোসেন। যার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ সেই তুষার মোহন সাধু খাঁ বর্তমানে জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্বপালন করছেন। এর আগে তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা) পদে ছিলেন এবং সমগ্র বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৬

সত্য উন্মোচনে অবিচল

তদন্ত চিত্র

সাপ্তাহিক

www.tadantachitra.com

সোমবার, ৫ আগস্ট, ২০২৪ ॥ ২১ শ্রাবণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২৯ মহররম ১৪৪৬

www.facebook.com/tadantachitra.online

প্রেমিকা আসায় বিয়ের আসর থেকে পালালেন পুলিশ সদস্য

বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্য রাসেল মাহমুদ (২৫)। ইতোমধ্যে বিয়ের সকল আয়োজন শেষ। এ খবর পেয়ে বরযাত্রার আগ মুহূর্তে রাসেলের বাড়িতে হাজির হন তার প্রেমিকা। এ সময় বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে যান রাসেল, পণ্ড হয়ে যায় বিয়ের আয়োজন। বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) বেলা ১০টার দিকে জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার ঝাউগড়া ইউনিয়নের

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

যে আক্রোশে মেহেদী হত্যা!

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

পুলিশের এপিসি ২৫ ট্যাংকটি বাম দিকে আন্দোলনকারীদের দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তেই আচমকা ডান দিকে ঘুরে একাকী থাকা হাসান মেহেদীকে গুলি করে ঝাঝরা বানিয়ে দেয়, চলে শর্টগানের গুলিও

‘গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানেই পড়ে ছিল সাংবাদিক হাসান মেহেদীর দেহ’

কোটা সংস্কার আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহের সময় রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন ঢাকা টাইমসের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান মেহেদী (৩১)। গত বৃহস্পতিবার (১৮ জুলাই) বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে যাত্রাবাড়ীর কাজলায় মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে টোল প্লাজার ওপরের অংশে গুলিবিদ্ধ হন তিনি। সেখানেই বেশ কিছু সময় মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করলেও তাকে উদ্ধারে পুলিশের মানবিক সহায়তা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাস্থলে থাকা অপর এক সাংবাদিক বন্ধু পথচারীদের সহায়তায় মেহেদীর নিথর দেহ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তার মৃত্যু নিশ্চিত করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী বাংলাদেশের আলোর স্টাফ রিপোর্টার ইমাম হোসেন ইমন জানান, সারাদিন অন্যান্য সাংবাদিকদের সঙ্গে থেকে পুলিশের আশেপাশে অবস্থান নিয়েই সংবাদ সংগ্রহ করেন হাসান মেহেদী। বিকালে পুলিশের এপিসি-২৫ থেকে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মুহূর্মুহু টিয়ারশেল ও গুলি ছোড়া হচ্ছিল। হঠাত করেই এপিসি’র ব্যারেল ডান দিকে ঘুরিয়ে ভিডিওরত মেহেদী হাসানকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে থাকে। একইসময় শর্টগানের কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণেরও ঘটনা ঘটে। ইমন বলেন, পরক্ষণে তাকিয়েই দেখি গুলিবিদ্ধ হাসান মেহেদী এলিয়ে দুলিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। মেহেদী শুধু আর্তনাদ করে ওঠে- ‘ভাই আমার গুলি লেগেছে....’

এরপরও এপিসি থেকে এদিক সেদিক গুলি চলতে থাকায় মেহেদীর কাছে সাংবাদিক ইমন বা অন্য কেউ পৌছাতে পারেননি। গুলিবর্ষণ থামতেই ইমন ফ্লাইওভারের উপরেই জটলা করে অবস্থান করা পুলিশ সদস্যদের কাছে ছুটে যান। সাংবাদিক মেহেদী গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে থাকার কথা জানিয়ে তাকে উদ্ধারের ব্যাপারে সহায়তার আবেদন জানান তিনি। কিন্তু কেউ সহায়তাটুকু

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

পুলিশের গুলিতে সাংবাদিক হত্যার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

চলমান আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে সাংবাদিক হাসান মেহেদীসহ চার সাংবাদিককে হত্যার বিচার চেয়ে বুধবার (৩১ জুলাই) জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে দুপুর ১২টায় “সাধারণ সাংবাদিক সমাজ” কর্তৃক প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে সাংবাদিকবৃন্দ। উক্ত সংগঠনের আহবায়ক সিনিয়র সাংবাদিক সাইদুর রহমান রিমনের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ মাসুদ এর সঞ্চালনায় মানববন্ধনে সারাদেশের বিভিন্ন সাংবাদিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা তাদের

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৭

ওয়াসার প্রকৌশলী ফকরুলের বেশুমার সম্পদ

- অর্থ-পাচার
  টেন্ডার বাণিজ্য
- অর্ধশত কোটি টাকার সম্পদের মালিক
- অধিকাংশ সম্পদ স্ত্রীসহ শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের নামে গড়া

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ঢাকা ওয়াসা। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিদিনের কার্যক্রম থেকে শুরু করে চলমান ও বাস্তবায়িত সব প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। একটি-দুটি নয়, রাজধানীর বুকে তিনটি অভিজাত দৃষ্টিনন্দন ১০ তলা ভবন। লালমাটিয়াতে ১ টি ২ কোটি টাকা মূল্যের আলিশান ফ্ল্যাট, নবীনগর হাউজিং- সেখানেও কিনে রেখেছেন ৪ কাঠার প্লট।

‘তিনি প্রকৌশলী মো. ফকরুল ইসলাম। ঢাকা ওয়াসার উপ প্রকল্প পরিচালক । এই কর্তা মাস গেলে মাইনে পান সাকল্যে ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা। স্ত্রী নাদিরা ইয়াসমিন মুক্তা সংগীতশিল্পী। স্বামীর অবৈধ টাকায় গড়ে তুলেছেন অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং নামের রিয়েল এস্টেট কোম্পানী। আয়টা স্বল্প, তবে অনেক লম্বা তাদের বিত্তবৈভবের তালিকা। টাকা কামাইয়ের আর বৈধ কোনো পথ খোলা নেই।

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৭

আবু সাঈদ নিহতের ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্য সাময়িক বরখাস্ত

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহতের ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শনিবার (৩ আগস্ট) তাদের বরখাস্ত করা হয়। সাময়িক বরখাস্তকৃত দুইজন হলেন, এএসআই আমীর হোসেন ও কনস্টেবল সুজন চন্দ্র। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) দুপুরে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ। এ সময় পুলিশের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন সাঈদ। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে ব্লিঙ্কেনকে ২২ সিনেটরের চিঠি

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনকে চিঠি দিয়েছেন দেশটির পার্লামেন্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং উচ্চকক্ষ সিনেটের ২২ জন সদস্য। দেশটির মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের সিনেট সদস্য ক্রিস ভ্যান হোলেন এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছেন এ তথ্য। ক্রিস ভ্যান হোলেন ছাড়াও বাকি যেসব সিনেট সদস্য চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন, তারা হলেন সিনেট সদস্য এডওয়ার্ড জে মার্কি, সিনেট সদস্য ডিক ডারবিন, সিনেট সদস্য কিম কেইন, সিনেট সদস্য জেফ মার্কলে, সিনেট সদস্য ক্রিস মারফি এবং হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের সদস্য জিম ম্যাকগভার্ন, বিল কেটিং, সেথ মলটন, লোরি ট্রাহান, জো উইলসন, ডিনা টাইটাস, গ্রেস মেং, গেরি কোনোলি, গ্যাবি অ্যামো, আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কোর্টেজ, ইলহান ওমর, নিদিয়া ভেলানজকুইজ, ড্যান কিলডি, বারবারা লি এবং জেমস ময়লান।

চিঠিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন ও তার পরবর্তী পরিস্থিতির পাশাপাশি গত জানুয়ারি মাসের জাতীয় নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন জনপ্রতিনিধিরা। তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের শ্রমিকদের দমন-পীড়ন এবং সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলন দমনে র‍্যাবকে ব্যবহার করা নিয়েও। মানবাধিকার লঙ্ঘণের অভিযোগে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এই এলিট ফোর্সকে ২০১৭ সালে নিষেধাজ্ঞা দেয় মার্কিন প্রশাসন।

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২

ছোট ভাইয়ের দাবি

চিকিৎসক সজিবের বুকে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়

তদন্ত চিত্র রিপোর্ট: উত্তরার একটি মসজিদে গোসল করাতে গিয়ে দেখি ভাইয়ের বুকের সামনে দিয়ে গুলি ঢুকে পেছন দিয়ে বের হয়েছে। কাপড় তুলে দেখি দুই দিক দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে। ভাইয়ের উপার্জনে আমাদের পড়াশোনা এবং মায়ের অসুস্থতার খরচ চলতো। ভাই আমাদের প্রাণ ছিল। এখন কী করে চলবে আমাদের সংসার?’ এমন প্রশ্ন রেখে কথাগুলো বলেছেন- চিকিৎসক সজিবের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় (১৮ জুলাই) মাদরাসা পড়ুয়া ভাইকে আনতে গিয়ে ঢাকার আজমপুরে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান চিকিৎসক সজিব সরকার (৩০)।

>> বিস্তারিত পৃষ্ঠা ৭

সম্পাদক : মো. জিয়াউর রহমান, **সম্পাদকীয় কার্যালয় :** ৩/ডি কাব্যকস সুপার মার্কেট, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। **মোবাইল :** ০১৬০০-০১৪০৪০।
ইমেইল : tchitranews@gmail.com, www.tadantachitra.com, সম্পাদক কর্তৃক আলিফ প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়ার

(প্রথম পাতার পর)

কোটা সংস্কার আন্দোলনে আটক হওয়া সব সাধারণ শিক্ষার্থীকে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলমান কোটা সংস্কার আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'গণভবনের দরজা খোলা। কোটা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আমি বসতে চাই, তাদের কথা শুনতে চাই। আমি সংঘাত চাই না।' শনিবার (৩ আগস্ট) দুপুরে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। চলমান পরিস্থিতির মধ্যে আজ বেলা ১১টার দিকে পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র এই এই বৈঠকের বিষয় নিশ্চিত করেছে। রবিবার বিকেল সাড়ে ৪টায় গণভবনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর।

অন্তজা পালের সাথে অবৈধ সম্পর্ক

(প্রথম পাতার পর)

এছাড়াও বরিশাল থাকাকালে সেখানকার অফিস সহকারী সেজুতি বিশ্বাসের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে ভয়বাহ এক কাণ্ড ঘটে। পরে এ ঘটনা মিমাংসা করে দেন প্রধান প্রকৌশলী। সে সময় সেজুতি বিশ্বাস আত্মহত্যা করতে যান। এতো ঘটনার পরেও উপ সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) অন্তজা শময়িতা পালকে ছাড়তে নারাজ পবিত্র কুমার। সব সময় বিভিন্ন নারী নিয়ে পবিত্র দাস অফিসেই আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকেন। অন্তজা পালের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী তার নিজ কক্ষে একান্তে সময় কাটানোর চিত্র দেখেছেন অনেক অফিস সহকারী। যা নিয়ে বিভিন্ন সময় রীতিমতো সবার মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। জানা গেছে, অন্তজাকে কয়েকবার এ দপ্তর থেকে বদলীর উদ্যোগ নেন প্রধান প্রকৌশলী। তাকে বদলী করা হবে এমন খবর জানতে পেরে নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস তদ্বীর করে তা বাতিল করেন। সে থেকে অন্তজা শময়িতা পাল তার দপ্তরেই রয়েছেন। তবে গনপূর্তের ই/এম-৬ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাসের সাথে অফিসিয়াল সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক নাই বলে জানান অন্তজা শময়িতা পাল। তিনি বলেন, যে কেউ অভিযোগ করতেই পারে, তা যে সঠিক হবে এমন না। যাছাই-বাছাই করে দেখতে বলেন তিনি। এমন মিথ্যা অভিযোগে সংবাদ প্রকাশ করলে হাইকোর্ট দেখিয়ে ছাড়বেন বলেও হুমকি দেন অন্তজা শময়িতা পাল। তিনি বলেন, আমাকে জড়িয়ে সংবাদ প্রকাশ করা হলে আমি মামলা করে দিবো।
এদিকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ই/এম-৬ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস গড়ে তুলেছেন সিন্ডিকেট ও আলাদা বলয়। দীর্ঘ সময় একই স্থানে থেকে ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে অপকর্ম- দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছেন তিনি। অনেকেই তাকে বলেন মদ-নারীবাজি ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড। সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি পাকাহস্ত। তার বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপকর্ম ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকার পরও তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। অধিদপ্তরের কেউ কেউ বলেন, নাম তার পবিত্র হলেও সব কাজকর্ম তার অপবিত্র। দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর যাবৎ একই বিভাগে থাকার কারণে তিনি পুরো ই/এম-৬ বিভাগটি দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিনত করেছেন। পবিত্র কুমার দাসের গ্রামের বাড়ি নড়াইল। সাধারণ পরিবারের সন্তান পবিত্র কুমার। কিন্তু তিনি কথায় কথায় প্রধানমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গান, যা সরকারী চাকুরীজীবী ধৃষ্টাতা দেখে সবাই হতবাক। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হওয়ার কারনে আলাদা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে দুর্নীতি ও বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে পরেছেন। চাকরিজীবনে বেশির ভাগ সময় পবিত্র কাটিয়েছেন ঢাকায়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর উন্নয়ন প্রকল্প, পুলিশ ও র‍্যাবের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি করেছেন। বিলে নয়-ছয়, কমিশনের বিনিময়ে পছন্দের ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়ায় সিদ্ধহস্ত তিনি। এরই মধ্যে তার বিরুদ্ধে দুইটি কাজে এহেন অপকর্মের প্রমাণ মিলেছে।
মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সংস্কার ও মেরামতে বরাদ্দকৃত ২২টি কাজের মধ্যে মাত্র একটি কাজ সম্পন্ন করেছে ঠিকাদার। বাকি ২১টি কার্যাদেশের বিপরীতে কোনো কাজই হয়নি। অথচ এর মধ্যেই সবগুলো কাজ সম্পন্ন হয়েছে মর্মে ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বরাদ্দের প্রায় ১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতাল সংস্কার ও মেরামতের মোট ২৭টি কাজের মধ্যে ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪ এর অধিভুক্ত ৫টি এবং গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬ এর আওতাধীন রয়েছে ২২টি কাজ।
জানা যায়, গণপূর্ত ই/এম-৬ এর নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান রনির তত্ত্বাবধানেই এসব কাজ ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ সম্পন্ন না করেই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ সম্পন্নের প্রত্যয়নপত্রের জন্য কাগজপত্র দাখিল করেছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকা প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস ও প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান রনি ২২টি কাজে বরাদ্দ থাকা প্রায় ১০ কোটি টাকার ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে সেই অর্থ আত্মসাৎ করেছেন।
মুগদা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, ২২টি সংস্কার কাজের জন্য আলাদা আলাদা কার্যাদেশ দেওয়া হলেও এখন পর্যন্ত মাত্র একটি কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো সবগুলো কাজ সমাপ্ত হওয়ার প্রত্যয়নপত্র চেয়ে কাগজপত্র দাখিল করে। তবে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধানে কাজের প্রকৃত চিত্র উঠে আসায় প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়নি। এ নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে অভিযোগ ও গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৬ এর ২২টি কাজসহ ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪ এর আওতাধীন ৫টি কাজের সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তদন্তের অনুরোধও জানিয়েছে।
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিবকে দেওয়া মুগদা হাসপাতালের পরিচালকের চিঠিতে বলা হয়, '২০২২-২৩ অর্থবছরে গণপূর্ত ই/এম বিভাগ কর্তৃক নির্মাণ/সংস্কার কাজের বিপরীতে ২২টি কাজের প্রত্যয়নপত্রের জন্য কাগজপত্র দাখিল করা হয়েছে। ওই ২২টি কাজের মধ্যে ২১টির দাখিলকৃত কার্যাদেশ অনুযায়ী কোনো কাজই সম্পাদন করা হয়নি। গণপূর্ত সিভিল (ই/এম) বিভাগকে বারংবার বলার পরও তারা নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করছে না।'
প্রসঙ্গত, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নানা ধরনের সংস্কারের জন্য মোট ২২টি কার্যাদেশ দিয়েছিল গৃহায়ন ও গণপূর্ত অধিদপ্তর। মুগদা হাসপাতালের ওই কাজগুলোর মধ্যে বিভিন্ন অকেজো সরঞ্জাম মেরামত এবং সংস্কার। মেরামত কাজের মধ্যে ছিল- হাসপাতাল কম্পাউন্ডে নিরাপত্তার জন্য অকেজো/নষ্ট সিকিউরিটি লাইট, গার্ডেন লাইট, ভবনের চতুর্থতলায় অবস্থিত ফ্লাডলাইট মেরামত বা পরিবর্তনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।
এছাড়া হাসপাতালের পাম্প মটরের অকেজো নষ্ট যন্ত্রাংশ মেরামত বা পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজও এর আওতাধীন ছিল। আরেকটি কাজ ছিল হাসপাতালের রোগীদের নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালে স্থাপিত ২০০ কেভিএ একটি, ২২৫ কেভিএ দুটি এবং ২৫০ কেভিএ একটি অকেজো বা নষ্ট ডিজেল জেনারেটর সেট মেরামত কিংবা সার্ভিসিংসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।
ভিন্ন ভিন্ন কার্যাদেশে কনফারেন্স রুমে অকেজো বা নষ্ট বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ফিটিংস ফিকচার মেরামত কিংবা পরিবর্তন; হাসপাতালের পঞ্চমতলার পশ্চিম পাশে স্থাপিত ওয়ার্ডগুলোর অকেজো বা নষ্ট বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ফিটিংস ফিকচার মেরামত কিংবা পরিবর্তন; মেডিকেল কলেজের নবমতলার পূর্ব পাশে স্থাপিত ওয়ার্ডগুলোর অকেজো বা নষ্ট বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং ফিটিংস ফিকচার মেরামত কিংবা পরিবর্তন; নিয়ন সাইন বোর্ডে অকেজো বা নষ্ট লাইট পাওয়ার সাপ্লাই মেরামত এবং ৫০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি জেনারেটর সেটের মেরামত কিংবা সার্ভিসিংসহ বিভিন্ন সংস্কার এবং উন্নয়ন কাজ।
পবিত্র কুমারের বিরুদ্ধে গুরুতর মানিলন্ডারিং অভিযোগ উঠেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ নামে বেনামে বিনিয়োগের পাশাপাশি হুন্ডির মাধ্যমে পাশের দেশ ভারতেও বিশাল অংকে পাচার করেছেন। এ দেশে রয়েছে তার প্রচুর অবৈধ সম্পদ। রাজধানীর মালিবাগের চৌধুরীপাড়ার আলিশান ফ্ল্যাট তার সারা জীবনের অর্জিত আয়ের চেয়েও বেশি মূল্যের। সপ্তক আবাসন কোম্পানির ফ্ল্যাটটির মূল্য নূন্যতম ৩ কোটি টাকা।
অভিযোগের বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী পবিত্র কুমার দাস ফোনে এ প্রতিবেদককে জানান, তার বিরুদ্ধে একটি শ্রেণী কাজ না পাওয়ার ক্ষোভে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযোগ করেছে। এসব অভিযোগের বিন্দু পরিমান সত্যতা নাই। গল্প-কাহিনী লিখে অভিযোগ করে পরে কানে কানে এসে সেই শ্রেণী বলে আমাদেরকে কাজ দেন, আমরা এই অভিযোগ নিষ্পত্তি করে দিবো। অভিযোগ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। মূলত তারা পরবর্তীতে যেনো কাজ পান এ জন্য আমার বিরুদ্ধে এমন মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছেন বলে জানান পবিত্র কুমার দাস। মদের আড্ডা ও নারীবাজির বিষয়ে তিনি বলেন, এটাও কি সম্ভব বলেন?। এদের যা আসছে তা-ই লিখেছে অভিযোগে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী অন্তজা শময়িতা পালের সঙ্গে কোন অবৈধ সম্পর্ক নাই বলে জানান পবিত্র কুমার দাস।
তবে জানা গেছে, একাধিকবার অধিনস্থ নারী সহকর্মীদের সাথে পবিত্র কুমার দাসের অনৈতিক সম্পর্কের বিচার করতে হয়েছে গণপূর্তের প্রধান প্রকৌশলী শামীম আকতারের। যা অধিদপ্তরের সবাই জানে। উপ-সহকারী প্রকৌশলী অন্তজার সাথে অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে পারিবারিক ভাবে বিভিন্ন সময় ঝামেলা হয়েছে। এরআগে বরিশালে অফিস সহকারী সেজুতি বিশ্বাসের সাথে অনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে ভয়বাহ এক কাণ্ড ঘটে। পরে এ ঘটনা মিমাংসা করে দেন প্রধান প্রকৌশলী। সে সময় সেজুতি বিশ্বাস আত্মহত্যা করতে যান। তার সাবেক এক স্টাফ জানান, গুলশান-বনানী স্যারকে বডিবিল্ডার হিসেবে অনেকেই চিনেন। তিনি সেখানে প্রতি রাতে মদ খেয়ে নারীদের সাথে আড্ডা দেন।

গণপূর্তের অতিরিক্ত প্রধান

(প্রথম পাতার পর)

পরও উৎপাদন শূন্য অথচ বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বলে অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন-ভাতা নিলেও কোনো কাজ করছে না। তা ছাড়া অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পর্যাপ্ত জনবল থাকার পরও দৈনিক মজুরি ও চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে, এতে সরকারের আর্থিক অপচয় হচ্ছে বলে অডিট বিভাগ জানিয়েছে। সূত্র জানায়, এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদফতরের ই/এম ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আলমগীর খান বলেন, অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে অডিট বিভাগকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

দুর্নীতির চিত্র-৩

এমন অপরাধ সিন্ডিকেটের নেটের গুরু গণপূর্ত অধিদফতরের ই/এম ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আলমগীর খান গ্রামের বাড়ীতে তার নিজ ও তার আত্মীয়-স্বজনের নামে শতশত একর কৃষি জমি রয়েছে। সূত্র মতে জানা যায়, তিনি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে ঢাকা শহরে ও তার আশে-পাশে একাধিক বাড়ী ও এ্যাপার্টমেন্ট, বাণিজ্যিক প্লট, আবাসিক প্লট ক্রয় করেছেন এবং বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের নামে বিরাট অংকের টাকা এফডিআর করে রেখেছেন। তাছাড়া, বিভিন্ন দেশে সে প্রায় ১০০ কোটি টাকা পাচার করেছেন যা তদন্ত করলে বেড়িয়ে আসবে। যে কোন সময় বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অধিদপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা মনে করেন, দুর্নীতিবাজ গণপূর্ত অধিদফতরের ই/এম ঢাকা জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. আলমগীর খানের ঘুষ, দুর্নীতি, অবৈধভাবে পদোন্নতি প্রাপ্ত, অবৈধ সম্পদ অর্জন, বিদেশে টাকা পাচারের বিষয় দ্রুত তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে গণপূর্তের সুনাম ও মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে।

দুর্নীতির চিত্র-৪

অন্যদিকে গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ এর নির্বাহী প্রকৌশলী অর্থবছর শেষ হওয়ার আগের দিনে কার্যাদেশ প্রদান করার পরের দিনই ৩ কোটি ৭৭ লাখ টাকা বিল পরিশোধ করেছেন। অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়- ২০১৬ সালের ২৯ জুন মজুমদার ট্রেডিং নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করার পরের দিন ৩০ জুন এই বিল পরিশোধ করা হলেও বাস্তবে কোনো কাজ করা হয়নি। অর্থবছর শেষ হওয়ায় বাজেটের তামাদি এড়াতে তড়িঘড়ি করে কার্যাদেশ দেখিয়ে বিল দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির চিত্র-৫

এ ছাড়া গণপূর্ত কাঠের কারখানা বিভাগ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১২৯ জনবলের পেছনে ৪ কোটি ৮৯ লাখ টাকা ব্যয় করলেও উৎপাদন শূন্য বলে অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। আর উৎপাদন না থাকায় যন্ত্রপাতিগুলো দীর্ঘদিন পড়েছিল। ফলে এগুলো ব্যবহার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া পর্যাপ্ত কারিগরি লোক থাকার পরও উৎপাদন শূন্য অথচ বিদ্যুৎ বিল অস্বাভাবিক বলে অডিট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন-ভাতা নিলেও কোনো কাজ করছে না। তা ছাড়া অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পর্যাপ্ত জনবল থাকার পরও দৈনিক মজুরি ও চুক্তিভিত্তিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে, এতে সরকারের আর্থিক অপচয় হচ্ছে বলে অডিট বিভাগ জানিয়েছে।
এসব অভিযোগের ব্যাপারে মন্তব্য জানতে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আলমগীর খানকে একাধিকবার ফোন ও এসএমএস করলেও তিনি কোন উত্তর দেননি। তাই তার বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

যে আক্রোশে মেহেদী হত্যা!

(শেষের পাতার পর)

করতেও এগিয়ে যাননি। পরে ইমন ফ্লাইওভারের নিচের অংশে চলাচলকারী পথচারীদের সহায়তায় মেহেদীর নিথর দেহটি উদ্ধারে সক্ষম হন। এদিকে ঢাকা মেডিকেল সূত্র জানায়, সাংবাদিক হাসান মেহেদীর মুখ, গলা ও বুকসহ শরীরে অসংখ্য ছররা গুলির চিহ্ন দেখা যায়। ওইদিন সন্ধ্যায় ঢাকা মেডিকেল থেকে ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক কাজী মুস্তাফিজ তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন। হাসান মেহেদীর বুকে বেশ সংখ্যক গুলির চিহ্ন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

চিরকুট লেখার দশ মিনিটেই লাশ হলো মেহেদী!

ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি আবু সালেহ আকন বলেন, 'নয়াদিগন্তের সাংবাদিক তুরাব আলীর শরীরে ৯৮টা বুলেটের দাগ পাওয়া গেছে, প্রায় একই স্টাইলে মেহেদীকেও গুলি করেছে পুলিশ। মেহেদী ফ্লাইওভারের ওপরে সংবাদ সংগ্রহ করছিল। সেখান থেকে নিচে আরেক সাংবাদিককে সে চিরকুট লিখেছিল, 'উপরে একটা লাশ পড়ে আছে'। এর ১০ মিনিটের মধ্যে মেহেদীকে গুলি করে মারা হয়।'

মেহেদীর মোবাইল কেড়ে নেন এসি

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা গেছে আরো ভয়ঙ্কর তথ্য। মেহেদীকে গুলি করার আগে ফ্লাইওভারে দায়িত্বরত একজন সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) হঠাত মেহেদীর উপর চড়াও হন। গুলিবর্ষণ ও স্পর্শকাতর কথাবার্তা ভিডিও রেকর্ডিং করার অভিযোগ তুলে ওই পুলিশ কর্মকর্তা হাসান মেহেদীর ব্যবহৃত মোবাইলটি কেড়ে নেন এবং পাসওয়ার্ড দেয়ার জন্য জোড়াজুড়ি করতে থাকেন। এসময় উপস্থিত অন্য সাংবাদিকদের অনুরোধে মোবাইলটি ফেরত দিলেও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ক্ষিপ্ত হয়ে মেহেদীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'যা খুশি রিপোর্ট লিখে ছাপিয়ে দেন, আমিও দেখবো আপনাকে।'
এর পরপরই যাত্রাবাড়ী থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত জাকিরের সঙ্গে ওই এসিকে শলাপরামর্শ করতেও দেখতে পান সংবাদকর্মিরা। পরক্ষণেই ইন্সপেক্টর জাকির এপিসি পাইলটের কাছে দুই দফা ছুটে যান এবং অজ্ঞাত বিষয়ে কথাবার্তা বলেন।

ইন্সপেক্টর জাকিরের পূর্ব আক্রোশ

এদিকে যাত্রাবাড়ী এলাকার প্রতিষ্ঠিত একটি মানবাধিকার সংস্থার মহাসচিব আলমগীর সেলিম জানান, ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জাকিরের বিরুদ্ধে একটি মামলায় সাংবাদিক হাসান মেহেদী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই মেহেদীর প্রতি চরম আক্রোশ ছিল তার। মাঝেমধ্যেই মেহেদীকে তিনি নানারকম হুমকি ধমকি দিতেন বলেও অভিযোগ থাকার দাবি করেছেন আলমগীর সেলিম।

হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহের পাঁয়তারা

মেহেদী হত্যার নয় দিন পর যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ এ হত্যাকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহের পাঁয়তারা হিসেবে রহস্যময় হত্যা মামলা রুজু করে। ২৭ জুলাই শনিবার যাত্রাবাড়ী থানার এসআই (নিরস্ত্র) মো. হোসেন জায়েদ বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, "কোটাবিরোধী আন্দোলনের আড়ালে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রের এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণে সাংবাদিক মেহেদী হাসান আহত হন। পরে ঢাকা মেডেকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।"

"পুলিশের মামলা মিথ্যা, ভিত্তিহীন"

যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের দায়েরকৃত মামলাকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেছেন দিনভর মেহেদীর সঙ্গে একত্রে ঘটনাস্থলে অবস্থানকারী সাংবাদিক ইমাম হোসেন ইমন। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহবল হয়ে পড়া ইমন এখনও রেশ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তা সত্তেও যাত্রাবাড়ী থানায় পুলিশের উদ্দেশ্যমূলক মামলার খবরে তিনি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নিজের টাইম লাইনে তুলে ধরেন সেদিনের পুরো বর্ণনা।
ইমন লিখেন, গত ১৮ জুলাই সকাল থেকে বিকেলে গুলিবিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টা আমি, মেহেদি এবং দেশ রূপান্তরের একজন রিপোর্টার একসাথেই ছিলাম। বেলা দুইটার পর ব্রিজের উপরে মেহেদী কিছু দৃশ্যের ভিডিও ধারণ করতেই পুলিশ অফিসার তার মোবাইলটি নিয়ে যায়। তখন আমরা দুই রিপোর্টার ওই পুলিশ অফিসারকে অনুনয় বিনয় করে মোবাইলটি ফিরিয়ে আনি। পুলিশ অফিসার তখন ধমকের সুরে বলতে থাকেন, নিউজ করবেন করেন কোনো সমস্যা নাই; যান নিউজ করেন। তিনটার পর আমরা খাওয়া দাওয়া করে আবার ফ্লাইওভারের উপরে উঠি। বিকেল পাঁচটার পর ২৫ নাম্বার এপিসি ট্যাংক কাজলা টোল পোস্টের দিকে এগিয়ে আন্দোলনকারীদের গুলি ছুড়তে ছুড়তে ধাওয়া করতে থাকে। ট্যাংকটি খুব দ্রুত পিছনে ফিরতেই বা পাশে কিছু আন্দোলনকারী আটকে পড়ে যায়, স্থানটি যাত্রাবাড়ী সুফিয়া প্লাজা বরাবর। তখন ট্যাংক থেকে বাম দিকে আটকে পড়া আন্দোলনকারীদের দিকে দেদারছে গুলি ছুড়ে। ওই সময় আমি ও মেহেদী এপিসি ট্যাংকটির ঠিক পিছনের পাশে ছিলাম। মেহেদী রাস্তার মাঝামাঝি আর আমি রাস্তার সাইডে ছিলাম। ট্যাংকটি ফায়ার করতে করতেই আচমকা মেহেদীর দিকে ব্যারেল ঘুরিয়ে গুলি চালায়। মুহূর্তেই সব কিছু শেষ হয়ে গেলৃচিরতরে হারিয়ে ফেললাম অনেক প্রিয় মেহেদী ভাইকে।

অপরাধ বিশেষজ্ঞদের অভিমত

৩০ ফিট দূরে দাঁড়ানো কারো গায়ে এই গুলি লাগলে তার মারা যাবার কথা নয়। কারণ, এই গুলি সোজাসুজি যায় না, ছড়রা আকারে ছড়িয়ে যায়। মেহেদীর শরীরে লাগা বলগুলো খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি গুলির ৮০% অংশ মেহেদীর দেহে গেঁথে ছিল। তার মানে, মেহেদী পুলিশের ১০ ফিট দূরত্বের মাঝেই ছিল।
ঘটনার সময় পুলিশের দিকেই অবস্থান ছিল মেহেদীর এবং পুলিশ নিশ্চিত হয়েই তাকে হত্যার উদ্দ্যেশ্যে গুলি ছুড়েছে। স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে মেহেদীর ডান হাতের কাধেঁও গুলিগুলো গেঁথে ছিল। মেহেদীর শরীরে কতগুলো গুলি ছিল? সাধারণত একটা ডবল বোরের গুলিতে ৬০টি ছড়রা বা বল থাকে, যার প্রায় সবগুলোই মেহেদীর শরীরে ছিল।
হত্যাকান্ডের আগের দিন অর্থাত ১৭ জুলাই মেহেদী তার ফেসবুকের টাইম লাইনে যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণের ভিডিও প্রকাশ করেছিল। পরদিন সেখানেই পুলিশের নির্বিচার গুলিতে প্রাণ হারায় মেহেদী।

পুলিশের ভাষ্য

এসব বিষয় নিয়ে এ প্রতিবেদকের কথা হয় যাত্রাবাড়ী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) জাকির হোসেনের সঙ্গে। তিনি জানান, সাংবাদিক হাসান মেহেদীর সঙ্গে বরাবরই তার ভালো সম্পর্ক ছিল এবং কোনোরকম বৈরীতা ছিল না। ইতিপূর্বে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে এক নারীঘটিত মামলায় মেহেদী কর্তৃক সাক্ষী দেওয়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, পরবর্তীতে ভুল বুঝাবুঝি দূর হলে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশ নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে

(শেষের পাতার পর)

সেই নিষেধাজ্ঞা এখনও প্রত্যাহার করা হয়নি। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরও সুসংহত করতে এই দেশে যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা দ্বিগুণ করার আহ্বানও জানিয়েছেন তারা।
চিঠিতে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের উদ্দেশে মার্কিন এই আইনপ্রণেতারা লেখেন, "বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্র ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমরা আপনার উদ্দেশে এই চিঠি লিখেছি। বাংলাদেশের শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী এবং দেশটিতে ক্ষমতাসীন সরকারের মধ্যকার সাম্প্রতিক সংঘাত নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন, কারণ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি যে নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছেড় যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য পর্যবেক্ষকদের কাছে সেই নির্বাচন ব্যাপকভাবে সমালোচিত এবং প্রশ্নবিদ্ধ।" "বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশটির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করছে। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন এই সরকার দেশের শ্রমিকদের অনকূলে নীতি গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে এবং অতি সম্প্রতিকালে সরকারি চাকরিতে প্রচলিত কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমন করতে বন্দুক, কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার সহ প্রায় এক সপ্তাহ পুরো দেশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার ঘটনাও ঘটেছে।"
"এই আন্দোলনে এ পর্যন্ত অন্তত ১৭০ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন হাজারেরও বেশি এবং গ্রেপ্তার হয়েছেন হাজার হাজার। আন্দোলন দমনে দাঙ্গা পুলিশের পাশাপাশি এলিট ফোর্স র‍্যাবেরও ব্যবহার করেছে সরকার, যে বাহিনীকে মানবাদিখার লঙ্ঘণের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। সারা দেশে কারফিউ জারি এবং কারফিউয়ের সময় লোকজনকে দেখামাত্র গুলির নির্দেশও সরকার দিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি।"
"যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক আইনের শাসন, গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা, মানবাধিকার সুরক্ষড় প্রভৃতি নীতির ওপর পরাস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহযোগিতা ও সমর্থনে দেশটি তার নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও গভীর ও ঘনিষ্ট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি কমিউনিটির আকারও বড় হয়েছে।"
"এই অবস্থায়, প্রিয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আমরা আপনার কাছে এই আহ্বান জানাতে চাই যে বাংলাদশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নে দেশটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করা হোক। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন দিন উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে।"

প্রেমিকা আসায় বিয়ের আসর

(শেষের পাতার পর)

মানকি নয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। প্রেমিকা সুইটি আক্তার এখনও ওই বাড়িতেই অবস্থান করছেন। প্রেমিক পুলিশ সদস্য রাসেল ওই এলাকার আমির হামজার ছেলে। তিনি বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার পুলিশ লাইন্সে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে?। প্রেমিকা সুইটি আক্তারের বাড়ি একই জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার গুনারীতলা ইউনিয়নের জাঙ্গালিয়া এলাকায়।
স্থানীয়রা জানান, মেলান্দহ উপজেলার মাহমুর এলাকায় বিয়ে ঠিক হয় পুলিশ সদস্য রাসেলের। গতকাল গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়েছে। এ খবর পেয়ে আজ সকালে প্রেমিক রাসলের বাড়িতে প্রেমিকা সুইটি আক্তার চলে আসেন। বাড়ির সামনের রাস্তায় প্রেমিকা সুইটি আক্তার ও প্রেমিক পুলিশ সদস্যের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। প্রেমিক রাসেল যেদিকে যায় প্রেমিকাও সেদিকে যায়। প্রেমিকা বারবার বলছেন আমাকে বিয়ে না করলে আমি এখানেই আত্মহত্যা করব। একপর্যায়ে রাসেলের বাড়ির ভেতরে ঢুকেন তারা। এ সময় প্রেমিক পুলিশ কৌশলে বাড়ির পেছন দিয়ে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ সদস্যের পরিবারের লোকজন প্রেমিকা সুইটি আক্তারকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এক পর্যায়ে বাড়ি থেকে বের করে দিতে ব্যর্থ হন। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়।
জানা যায়, কয়েকদিন আগে গোপনে পুলিশ সদস্য রাসেল মাহমুদের বিয়ে ঠিক হয়। বিয়েতে ৮ লাখ টাকা যৌতুকও দেওয়ার কথা হয়। এরমধ্যে যৌতুকের কিছু টাকা ছেলের পরিবারকে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) বরযাত্রা নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই মূহূর্তে প্রেমিকের বাড়িতে হাজির হন প্রেমিকা সুইটি আক্তার। এতেই বিয়ের সকল আয়োজন মুহূর্তেই পণ্ড হয়ে যায়।
সুইটি আক্তার বলেন, প্রায় দেড় বছর আগে বিয়ের জন্য পারিবারিকভাবে আমাকে দেখত বাড়িতে যায় রাসেল। ওই সময় মোবাইল নাম্বার নেন তিনি। তার কিছুদিন পরে মোবাইল ফোনে আমাদের যোগাযোগ হয়। এক পর্যায়ে আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরপর থেকে আমাদের সম্পর্ক চলছিল। সম্পর্ক চলাকালীন জামালপুর শহরে বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে। আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। আমার পরিবারের সবার সাথেই পরিচিত। আমিও তাদের পরিবারের সবার সাথেই মোবাইলে অনেকবার কথা বলেছি। বিয়ে করার আশ্বাস দিয়ে দেখা করেছে বারবার। রাসেল কাল আমাকে রাতে ফোন দিয়ে বিয়ে ঠিক হইছে বলে জানান এবং আমাকে বাড়িতে আসতে বলেন। বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট) বাড়িতে আসলে রাসেল পালিয়ে যায়। এ অবস্থায় আমার তো আর বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় নেই। আমাকে এখানেই থাকতে হবে। আমাকে বিয়ে না করলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই।'
এ বিষয়ে ছেলের বাবা আমির হামজা বলেন, জোর করেই আমাদের বাড়িতে উঠেছে। তার সাথে আমার ছেলের কোনো প্রেমের সম্পর্ক নাই।
মেলান্দহ থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মদন সিংহ বলেন, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। মেয়ে এবং ছেলের পরিবারের সাথে কথা বলেছি। ছেলের পরিবার অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মেয়েকে আইনি সহায়তার জন্য থানায় যেতে বলা হয়েছে।

ওয়াসার প্রকৌশলী ফকরুলের

(শেষের পাতার পর)

তার পরও দু'জনার যা সম্পত্তি, বর্তমান বাজারদর ধরে ক্যালকুলেটর চাপলেই টাকার অঙ্কটা অর্ধশত কোটি পার হবে!'

ঢাকা ওয়াসার উপ প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী মো. ফকরুল ইসলামের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ, প্রকল্পে নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগসহ অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য সম্বলিত অভিযোগ উঠেছে। ফকরুলের আমলনামায় যেসব স্থাবর সম্পত্তির তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই কর্মকর্তার পদে থেকে পুরো চাকরি জীবনেও অর্জন করা সম্ভব নয়। রাজধানীর অভিজাত এলাকা নবীনগর হাউজিং এবং ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুরে মোট তিনটি ১০ তলা এপার্টমেন্ট মালিকানা তাঁর। সরেজমিন এপার্টমেন্টগুলোতে দেখা যায়, এগুলোর বর্তমান বাজারমূল্য অর্ধশত কোটি টাকা।

ইঞ্জিঃ ফখরুল এখন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাকসিম এ খানের নাম ভাঙ্গিয়ে 'আলাদিনের চেরাগ হাতে নিয়ে বসে আছেন, শুধু ঘষতে দেরি, সম্পদ হতে দেরি নেই'। পানির মিটারের চাকার চেয়ে বুলেট গতিতে ফকরুলের ভাগ্য বদলে গেছে।

অর্ধ শতকোটি টাকার সম্পদ ঃ

অনুসন্ধান বলছে, ঘুষ-দুর্নীতি, টেন্ডার বাণিজ্যর মাধ্যমে শতকোটি টাকার মালিক হওয়া ইঞ্জিঃ ফকরুলের অনেক সম্পদ। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত এসব সম্পদ নিজের নাম ছাড়াও স্ত্রী- সন্তান, ভায়রা-ভাই, এমনকি শ্বশুরবাড়ির লোকজনের নামেও গড়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে দৃশ্যমান সম্পদের মধ্যে রয়েছে, রাজধানীর মোহাম্মদপুরে নবীনগর হাউজিং প্রকল্পে ৫ নাম্বার সড়কের হোল্ডিং নং-১২, এফ ব্লকে ৬ কাঠার উপর নির্মিত ১০ তলা এপার্টমেন্ট, ঢাকা উদ্যানের ২ নাম্বার সড়কের প্লট নং-৩১, সি ব্লকে ৬ কাঠার উপর নির্মানাধীন ১০ তলা এপার্টমেন্ট এবং একই প্রজেক্টের ৩ নাম্বার সড়কের হাউজ নং-২৮, ডি ব্লকে ৪ কাঠা জমির উপর নির্মিত ১০ তলা অত্যাধুনিক আলিশান ভবন। মোহাম্মদপুর লালমাটিয়ার 'সি' ব্লকের ২/৮ নম্বর হোল্ডিংয়ের আটতলা ভবনের ৫তলায় স্ত্রী নাদিরা ইয়াসমিন মুক্তার'র নামে রয়েছে অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট।

ঢাকা উদ্যানের পাশে নবীনগর হাউজিংয়ের ১ নম্বর রোডে ৪ কাঠা প্লটের মালিকও বনে গেছেন ফখরুল। তবে সেই প্লট'ও স্ত্রী নাদিরার নামে। সেখানে টিনশেডের ঘর ভাড়া দেওয়া হয়েছে। নবীনগর হাউজিংয়ের প্লট ও লালমাটিয়ার ফ্ল্যাটটি স্ত্রী নাদিরা ইয়াসমিন মুক্তার'র নামে। একাধিক ব্যক্তিগত দামি গাড়িও রয়েছে এই কর্মকর্তা। সরকারি গাড়িও নিজ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করেন এমন তথ্য পাওয়া গেছে।

কে এই ফকরুল?

ফকরুল ইসলামের পৈতৃক বাড়ি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার কালিকাপুর গ্রামে। ফকরুলসহ তিন ভাই, এক বোন। বড় ভাই ফিরোজ আহমেদ সিটি গ্রুপের এল.পি.জি সেলস এন্ড মার্কেটিং এর পরিচালক। ঢাকার শ্যামলী এলাকায় বাস করেন। ছোট ভাই কম্বোডিয়া তে খামারের ব্যবসা এবং কেমিস্ট। ফকরুলের ছাত্রজীবন; পাবনার সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে স্নাতকোত্তর করে। ডজনখানেক ডিগ্রির চাইতে চুরি বিদ্যায়ও কোনো কমতি নেই তার। চোখে সোনালি রঙের চশমা আর সম্পদের বিবরন জানতে চাইলেই যেনো হাত- পা কেঁপে নড়ে বসে। ওয়াসার কর্মজীবনে সাম্রাজ্যের আমলনামার পুরো পাপ'কে কিছুটা শুদ্ধ করে এ বছর স্বপরিবারে হজ্ব পালন করে এসেছেন। হজ্ব শেষে ছেলের সাথে দেখা করতে অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও দেশে ফিরেছে ৯ জুলাই।

বড় ছেলে অরিত্র ২০২৩ সালের জুন মাসের ১৮ তারিখ অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়েছেন ইউ.টি.এস ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে। তবে উল্লেখিত সম্পদগুলোর বর্তমান মূল্য শত কোটি টাকা। এছাড়াও নিজ সন্তানদের বিদেশে লেখাপড়া, বিদেশ ভ্রমন, বিলাসবহুল জীবনযাপন, নামে বেনামে বহির্বিশ্বে অর্থ পাচারের অভিযোগও উঠেছে।

জানা যায়, ঢাকা উদ্যান বহুমুখী সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ সালে। উক্ত নির্বাচনে সভাপতি নির্বাচিত হয় আবু সায়েম শাহিন, সম্পাদক মোঃ ফজলুল করিম বাদল। শাহিনের প্যানেলে হাতপাখা মার্কায় পরিচালক/সদস্য পদে নির্বাচন করেন ফকরুল ইসলাম। এ পদে তিনি ২৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তার সদস্য নং ৮১২। ইঞ্জিঃ ফকরুলের বিষয়ে সমিতিতে অন্যান্য সদস্যরা কেউই তথ্য দিতে রাজি হয়নি।

ঢাকা উদ্যানের 'ডি' ব্লকের ৩ নম্বর সড়কের ২৮ নম্বর হোল্ডিং

৪ কাঠার উপর নির্মিত ১০ তলা আলিশান বাড়ির স্থানীয়রা জানান, বাড়িটি ১ বছর যাবত নতুন নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া, কিছু ফ্ল্যাট বিক্রি করেছে এবং করছে। বাড়িটির তত্ত্বাবধায়ক বলেন, প্রতি তলায় দুটি করে ফ্ল্যাট, ১০ তলার একটি ইউনিটে মালিক ফকরুল ইসলাম থাকেন। এই ভবনটি ফকরুল ইসলামের নিজ মালিকানাধীন। ফ্ল্যাটের সাইজ ১২০০ স্কয়ার ফিট। প্রতি স্কয়ার ফিট ৫ হাজার টাকা (৬ষ্ঠ, ৮ম, ৯ম তলার এক ইউনিট করে বিক্রি হবে)।

ফকরুল বলেন, 'লালমাটিয়ার ফ্ল্যাট আমার চাকরির পূর্বেই শ্বশুরবাড়ী থেকে প্রাপ্ত। তাহলে তো শ্বশুরবাড়ীর লোকজনের আমলনামা পর্যালোচনা করা দরকার করেন'। 'সরকারী চাকুরীজীবীদের শ্বশুরবাড়ীর লোকজন সবসময় ধনাঢ্য থাকে আর সরকারী চাকুরীজীবী ছেলে দেখে যৌতুক স্বরূপ ফ্ল্যাট, বাড়ী, গাড়ী দিয়ে মেয়ে বিয়ে দেয়।'সরকারী চাকুরী পেলে রাজ্য ও রাজকন্যা দুটিই একসাথে পাওয়া যায়। ফকরুলের ক্ষেত্রেও হয়েছে।

স্ত্রী নাদিয়া ইয়াসমিন মুক্তা একজন সংগীত শিল্পী। তার আয়ের উৎস কি? এত টাকা কোথা থেকে আসলো। ফকরুল সাহেবের কোন সম্পদই নেই............!

তার নিজের নামে কোথায়ও কোনো অবৈধ সম্পদ নাই?

ফকরুল জানান, "এই বাড়ি আমরা ৪ ভাই-বোন মিলে করা, ৪ ভাই বোনদের অংশিদার আছে। এই ভবন রাজউক এর অনুমোদন নাই, ফ্ল্যাট ক্রয় করলে সে নিজে রেজিস্ট্রি দিতে পারবে, ফ্ল্যাটের দরদামকালে সে প্রতি স্কয়ার ফিট ৪,৯০০ টাকায় দিতে রাজি হয় এবং একাউন্টে টাকা নিতে নারাজ- ক্যাশ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তবে রেজিস্ট্রি খরচ ৩৫০০ দেখাতে বলে। এই ভবনের ২য় তলায় অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি অফিস করেছে"।

সরকারি গাড়ি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার

ছুটির দিনেও সরকারি গাড়ি প্রকৌশলীর বাড়ির গ্যারেজে পার্কিং করা থাকে। এই সরকারী গাড়ি দিয়ে ঢাকা উদ্যানের বাড়ি থেকে লালমাটিয়ায় বাসায় চলাচল করতেও দেখা যায় এই কর্মকর্তা'কে। ঢাকা উদ্যানের ৩ নং সড়কের বাড়ির গ্যারেজে দেখা মেলে পার্কিং করা একটি সরকারি গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-ঠ ১৩-৫২২৭)। কিছুক্ষন পর সরকারি গাড়িতেই চলে যায় লালমাটিয়ার বাড়িতে।

নবীনগর হাউজিং প্রকল্পে ৫ নাম্বার সড়কের হোল্ডিং নং: ১২, এফ ব্লক

এবার কেঁচো খুঁড়তে আরেকটি সাপ বেড়িয়ে এলো। নবীনগর হাউজিং এর স্থানীয় সূত্রমতে এবারের গন্তব্য ৫ নাম্বার রোডের ১২ নং কমলা রঙের বাড়ী। সেখানে নিরাপত্তাকর্মী জানায়, 'ফকরুল স্যার এ বাড়ি অনেক আগেই বিক্রি করে চলে গেছে। এ বাড়ি যৌথ মালিকানায়। অনুসন্ধান আরও গভীরে যেতে ৫ নাম্বার সড়কের একাধিক স্থানীয়দের সূত্র নিশ্চিত করে, 'এই ভবনটি ফকরুল ইসলামের, তার (ভায়রা- ভাই) শাহরিয়ার পারভেজ লিমন এই বাড়িতে থাকেন। মুলত লিমনের এগ্রোকেয়ারের ব্যবসা। ভবনের মেইন ফটকে ফ্ল্যাট বিক্রির সাইনবোর্ড দেখা মেলে ফ্ল্যাট বিক্রির এবং চাঞ্চল্যকর বিষয় হচ্ছে সকলের চোখ ফাঁকি দিতে বাড়ির মেইন ফটকে সাইনবোর্ডে লেখা 'এই ভবনটি যৌথ মালিকানায়'। কিন্তু সূত্র আর অনুসন্ধান বলছে, এই ভবনটির নেপথ্যে মূল বিনিয়োগে ইঞ্জি: ফকরুল ইসলাম। দৃশমান অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং কাগজপত্রে (ভায়রা-ভাই) শাহরিয়ার পারভেজ লিমন। অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং এর দ্বিতীয় প্রকল্প নবীনগর হাউজিং এর এই ভবনটি। তবে আমাদের অনুসন্ধান শুধু নবীনগর হাউজিং এর ৫ নাম্বার সড়কের সীমানা পর্যন্তই নয়। যেখানে একটি ভবন তৈরি করতে গেলে (গ্যাস সংযোগকারী মিস্ত্রী-ওয়াসা লাইনের মিস্ত্রী বৈদ্যুতিক কানেকশনের মিস্ত্রীদের) মিস্ত্রী প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যেই একাধিক মিস্ত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, 'এই ভবন তৈরীর সময় আমরা কাজ করেছি, এটা ফকরুলের বাড়ি'।

ঢাকা উদ্যানের 'সি' ব্লকের ২ নম্বর সড়কের ৩১ নম্বর হোল্ডিং

৬ কাঠা উপর ১০ তলা ভবনে নির্মানাধীন অবস্থায় আছে গত ৩ বছর যাবত। স্থানীয় একটি সূত্র বলছে, এ ভবনটি ফকরুল ইসলামের নিজের। তবে ফকরুল ইসলাম বলছে, এ ভবন বড় ভাই ফিরোজ আহমেদের। ফিরোজ আহমেদ সিটি গ্রুপের এলপিজি লিমিটেডের পরিচালক এবং পেট্রোম্যাক্স এলপিজির সি.ও.ও। এই কর্তা মাস গেলে কতই বা বেতন পান? তারমধ্যে ফিরোজের শ্যামলীতে ফ্ল্যাট কেনা, সন্তানরা বিদেশে পড়াশুনা করছে, বিলাসবহুল জীবনযাপন লীড করছে। পাশাপাশি প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ করে একটি ১০ তলা বাড়িও নির্মান করছে। তবে এখানেও কি ফকরুলের মোটা অংকের বিনিয়োগ রয়েছে? সূত্র এবং অনুসন্ধান তাই বলছে।

নবীনগর হাউজিংয়ের ১ নম্বর রোডে স্ত্রী'র নামে প্লট

ঢাকা উদ্যানের পাশে নবীনগর হাউজিংয়ের ১ নম্বর রোডে একটি প্লট রয়েছে। সেখানে টিনশেডের ঘর ভাড়া দেওয়া। স্ত্রী নাদিরা ইয়াসমিন মুক্তার নামে ৪ কাঠার এই প্লট'টি।

লালমাটিয়ায় অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট

মোহাম্মদপুর লালমাটিয়ার 'সি' ব্লকের ২/৮ নম্বর হোল্ডিংয়ের আটতলা ভবনে বাস করেন ফখরুল। নিরাপত্তাকর্মীর জানায়, নিজের ৫/এ নম্বর ফ্ল্যাটে ফখরুল স্যার পরিবার নিয়ে থাকেন। এই ভবনের নিচে তার একাধিক ব্যক্তিগত গাড়ি সহ সরকারি গাড়িও পার্কিং করা থাকে।

দৃশ্যমান নবীনগর হাউজিং এর ১ টি এপার্টমেন্ট ৬ কাঠার উপর, ঢাকা উদ্যানের ২ টি এপার্টমেন্ট- ১ টি ভবনই ৬ কাঠার উপর নির্মিত। আরেকটি ৪ কাঠা উপর, পাশাপাশি নবীনগর হাউজিং এর ১ নাম্বার রোডের ৪ কাঠা প্লট। এই এলাকাগুলোর প্রতি কাঠা বর্তমান বাজারদর কোটি টাকা ছুঁই ছুঁই। ইঞ্জি: ফকরুলের যেসব স্থাবর সম্পত্তির তথ্য আমাদের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, তা এই কর্মকর্তার পুরো চাকরি জীবনেও অর্জন করা সম্ভব নয়। এই কর্মকর্তার চাকরিতে যোগদানের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অবিশ্বাস্য সম্পদের মালিক বনে গেছেন।

মূলত ফকরুল ইসলাম গনমাধ্যম'কে এড়িয়ে চলেন। তার আমলনামা এতই ভয়ংকর যে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে রাখেন। তার সাথে যোগাযোগের জন্য নেই কোনো ভিত্তি। ঢাকা ওয়াসা ভবনের উচ্চ মহল থেকে শুরু করে সব টেবিলে টেবিলে নোটিশ করানো ফকরুলের বিষয়ে কেউ কিছু জানতে চাইলে কাউকে কোনো তথ্য দেওয়া নিষেধ।

ব্যবসায়ও সমান পটু :

'গণকর্মচারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯ (সংশোধিত ২০১১) অনুযায়ী সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো কর্মকর্তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।'

এই বিধিমালাকে অনুসরন করেই স্ত্রী'র নামে খুলে বসেছেন রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নাম 'অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং'। ইঞ্জিঃ ফকরুলের ৩টি ১০ তলা বহুতল ভবন নির্মানে কাজ করেছে "অঁহরঃঃধ ঊহমরহববৎরহম"। অনিতা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্রোপ্রাইটর নাদিয়া ইয়াসমিন মুক্তা ফকরুলের স্ত্রী।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা বলেন, পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ করে বা দুদক তার বিরুদ্ধে তদন্ত করলেও হয়ত লাভ হবে না। কারন ফকরুল ইসলামের মাথার ওপর রয়েছে ওয়াসার এমডি তাকসিম এ খানের আশির্বাদ। এমডির দাপট দেখিয়ে ওয়াসা ভবনে ধরাকে সরাজ্ঞান করে চলেন ফকরুল। এমডির ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত হওয়ায় উর্ধবতন কর্মকর্তারাও ফকরুলের বিষয়ে হিসেব করে কথা বলেন।

ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তাদের দুর্নীতির ডালাপালা একধরনের প্রতিষ্ঠানিকভাবে রুপ নিলেও সবাই এখানে কথিত 'সৎ' এবং 'নিষ্ঠাবান' কর্মকর্তা। অথচ খোঁজ নিলে দেখা যায়, প্রত্যেকেরই রয়েছে বিপুল বিত্ত বৈভব। কোটি কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ, বাড়ী, গাড়ী ও বিপুল পরিমান ব্যাংক ব্যালেন্স। দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী যেখানে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছেন, সেখানে প্রকাশ্যে টেন্ডার বাণিজ্য হয়। সেখানে প্রকৌশলী ও ঠিকাদারদের দুষ্টচক্র মিলে রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। কোটি টাকার ঘুষ লেনদেন হলেও কেউ কারও বিরুদ্ধে মুখ খোলেন না।

পুলিশের গুলিতে সাংবাদিক

(শেষের পাতার পর)

সংগঠন কর্তৃক একাধিক ব্যানারে উপস্থিত ছিলেন। এ প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধনে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অর্গানাইজেশন, বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স ফোরাম, জাতীয় রিপোর্টার্স ক্লাব, মিরপুর প্রেসক্লাব, পূর্বাঞ্চল সাংবাদিক ইউনিট, মিরপুর রিপোর্টার্স ক্লাব, জার্নালিষ্ট কমিউনিটি অব বাংলাদেশ, গ্লোবাল জার্নালিষ্ট কাউন্সিল ইন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফাউন্ডেশন, এশিয়ান জার্নালিষ্ট সোসাইটি, খিলক্ষেত প্রেসক্লাব, মিরপুর রিপোর্টাস ইউনিটি, কেরানীগঞ্জ মডেল প্রেসক্লাব, কদমতলী সাংবাদিক ক্লাব, শ্যামপুর প্রেসক্লাব, খিলগাঁও প্রেসক্লাব, ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্রাইম রিপোর্টার্স সোসাইটি, ডেমরা থানা প্রেসক্লাব, বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক সোসাইটি সহ আরো একাধিক সাংবাদিক সংগঠন ও সংগঠনের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অর্গানাইজেশন এর চেয়ারম্যান এসএম মোরশেদ।

সংগঠনের নেতারা বলেন, কোটা আন্দোলনকে ঘিরে রাজধানীসহ সারাদেশে সাংবাদিক হতাহত, গণমাধ্যমের গাড়ি ভাংচুর, আগুনে জ্বালিয়ে দেয়াসহ নজিরবিহীন যে বর্বরতা চালানো হয়েছে তার কঠোর প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছি। সরকারি বাহিনী এবং আন্দোলনকারী উভয়েই সাংবাদিকদের প্রতিপক্ষ বানিয়ে জঘণ্যভাবে হামলে পড়েছে। কোথাও লড়াইয়ের ফাঁদে ফেলে, কোথাও ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে চার জন সাংবাদিককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় দুইশ' বিশ জন সংবাদকর্মিকে। এদের মধ্যে অনেকেই চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। আহত অর্ধ শতাধিক সাংবাদিকের অবস্থা গুরুতর। সাংবাদিক সংগঠন ও সংগঠনের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ছাড়াও সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মুর্তুজা ধ্রুব ও ডিইউজের সাবেক নির্বাহী সদস্য এইচ এম আল আমিন।

এসময় বক্তারা তাদের দাবি উত্থাপন করে বলেন, আন্দোলন চলাকালীন দুদিনের মধ্যে চার সাংবাদিক হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আমরা অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। আমরা চাই হত্যার শিকার সাংবাদিক পরিবারের কোনো সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদানসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক। পাশাপাশি আহতদের সমুদয় চিকিৎসা ব্যয়বহণসহ জরুরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের দায় রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। দায়িত্ব পালনকালে সাংবাদিকদের জীবন কেড়ে নেয়ার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহের পাশে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রধানমন্ত্রীকে দাঁড়ানোর নজির দেখতে পেয়েছি। এগিয়ে আসতে দেখেছি সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকেও। এজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কিন্তু পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম থাকা সাংবাদিকদের হত্যার ঘটনায় পরিবারগুলো দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের জীবন যাপনের স্থায়ী ভিত্তি গড়ে দেওয়া খুবই জরুরি। ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক হাসান মেহেদির দুটি অবুঝ সন্তান রয়েছে। নয়া দিগন্তের নিহত তুরাবের নববিবাহিত স্ত্রীর হাতের মেহেদি শুকায়নি। তাদের কাছে রাষ্ট্রের জবাব কী?

শুধু কোটা-সংস্কার আন্দোলন নয়, কোনো আন্দোলনেই একজন সংবাদকর্মী কখনো কারো প্রতিপক্ষ থাকে না। একজন সাংবাদিক না আন্দোলনকারীদের, না আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর। চলমান ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সংগ্রহ করতেই কেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন সাংবাদিকরা। অথচ কোটা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতায় রাজধানীসহ সারাদেশে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে চার সাংবাদিক প্রাণ হারিয়েছেন।

উক্ত প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সদস্য ও ঢাকাস্থ ভোলা সাংবাদিক ফোরামের সাধারন সম্পাদক জিয়াউর রহমান, ডিইউজের সদস্য হাফিজুর রহমান শফিক, ডিইউজের সদস্য আকাশ মনি, সাইদুল ইসলাম, মীর আলাউদ্দিন, রাজু আহম্মেদ, সৈয়দা রিমি কবিতা, সুরমা আলম, জুয়েল খন্দকার, মো. সেলিম, মাহাবুব আলম, মেহেদী হাসান রিয়াদ, আব্দুল আজিজ, সুজন শেখ, জাকিয়া সুলতানা, আজিজুল ইসলাম যুবরাজ।

১৮ জুলাই সন্ধ্যায় যাত্রাবাড়ী এলাকায় সহিংসতার সময় পুলিশের গুলিতে হত্যার শিকার হন ঢাকা টাইমসের সিনিয়র রিপোর্টার হাসান মেহেদী। ১৯ জুলাই দুপুরে সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে আন্দোলনের ছবি তোলার সময় ফ্রিল্যান্স ফটোসাংবাদিক তৌহিদ জামান প্রিয় মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। একই দিনে সিলেটে দায়িত্ব পালনের সময় নয়া দিগন্তের সাংবাদিক এ টি এম তুরাব গুলিবিদ্ধ হন। পরদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তুরাবের দেহে আটানব্বইটি গুলি পাওয়া যায়। এ ছাড়া ১৮ জুলাই দৈনিক ভোরের আওয়াজের গাজীপুরের গাছা থানা প্রতিনিধি মো. শাকিল হোসেন সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে সাংবাদিকরা দায়িত্ব পালনের সময় গুলিবিদ্ধ, হামলার শিকার ও সংঘাতের মাঝে পড়ে অন্য সংবাদকর্মিরা আহত হয়েছেন।

সাংবাদিকেরা আন্দোলন করতে যাননি, পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন। তাকে কেন গুলিবিদ্ধ হয়ে হত্যার শিকার হতে হবে? কেন বরণ করতে হবে পঙ্গুত্ব? প্রতিটি ঘটনার ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত হবে বলে মনে করেন সাধারণ সাংবাদিক সমাজ।

চিকিৎসক সজিবের বুকে

(শেষের পাতার পর)

ওই দিন রাতে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে স্বজনরা লাশ বাড়িতে নিয়ে আসে। পরদিন পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। ঘটনার ২ সপ্তাহ পেরোলেও থামেনি স্বজনদের আহাজারি। উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন সজিবের মৃত্যুতে শোকের সাগরে ভাসছে পুরো পরিবার।

নিহত সজিবের ছোট ভাই আব্দুল্লাহ বলেন, এর আগের সপ্তাহে সজিব ভাই আমার মাদরাসায় আসে। ওই সময় তার সঙ্গে সর্বশেষ দেখা হয় আমার এবং বলে ১৮ তারিখ (বৃহস্পতিবার) মাদরাসা ছুটি হলে আমাকে এসে নিয়ে যাবে। ওই দিন বিকেলে তিন বার সজিব ভাইকে ফোন দিয়ে না পেয়ে ব্যাগ নিয়ে অপেক্ষায় থাকি আমি। রাত ৯টায় হাসপাতালে এসে ভাইয়ের লাশ দেখতে পাই। কেন গুলি করে মারলো আমার ভাইকে? আমার ভাই ছিল আমার সব।

নিহত সজিব নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মির্জানগর ইউনিয়নের মেঝেরকান্দি গ্রামের মো. হালিম সরকারের ছেলে। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের লেকচারার এবং বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের সেবা দিতেন। তিন ভাই এক বোনের মধ্যে সবার বড় ছিলেন সজিব।

নরসিংদীর ভাড়া বাসায় গিয়ে দেখা যায়, ছেলেকে হারিয়ে মা ঝরনা বেগম (৫৬) এখন পাগল প্রায়, অসুস্থ হয়ে অক্সিজেন নিচ্ছেন। ছেলের স্মৃতিচারণ করে বার বার কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

এ সময় তিনি বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সজিব সব সময় আমাকে ছোট্ট সন্তানের মতো আগলে রাখত। আমিসহ সবার খরচ জোগাতো সজিব। ১৮ তারিখে ১১ টায় বাসা থেকে বের হয় আমার ছোট ছেলেকে ঢাকা থেকে আনার জন্য। বেলা সাড়ে ৪ থেকে ৫ টার মধ্যে ঢাকা আজমপুর পৌঁছে ফোনে কথা হয়। রাত ১টা পর্যন্ত ছেলের অপেক্ষায় বসে ছিলাম আমি।

তিনি বলেন, আমাদের যা ছিল, সব ছেলেকে চিকিৎসক বানাতে ব্যয় হয়েছে। সব হারিয়ে এখন আমি নিঃস্ব। আমার ছেলে হত্যার বিচার কীভাবে পাব, সেটাই আমি চাইব। সবাই যাতে জানে, সজিব ডাক্তার নির্দোষ হয়ে মারা গেছে। আমার ছেলে সজিব যেন আজীবন সবার মাঝে বেঁচে থাকে এমন কিছু একটার নামকরণ করা হোক।

নিহত সজিবের বাবা মো. হালিম সরকার (৫৮) বলেন, ছেলেকে খুব কষ্ট করে ঢাকার উত্তরা মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত পড়াশোনা করাই। ২০২০ সালে টঙ্গীর বেসরকারি তাইরুন্নেছা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক হয়ে বের হয় আমার ছেলে। তাকে চিকিৎসক বানাতে গিয়ে দিতে হয়েছে সর্বত্র, ঋণে জর্জরিত। পরে সে ঋণগ্রস্ত পরিবারের হাল ধরে আমার ছেলে সজিব।

তিনি আরও বলেন, খুব কষ্ট করে ছেলেকে দেশের সেবক বানিয়েছিলাম। রাষ্ট্র আমাকে দিল লাশ। ছেলেকে তো আর ফিরে পাব না, রাষ্ট্র যদি তদন্ত করে ছেলে হত্যার বিচারটা করে, তাহলেই তার আত্মা ও আমরা শান্তি পাব।

মির্জানগর ইউপি চেয়ারম্যান বশির উদ্দিন রিপন বলেন, ওই দিন জানতে পারি সে ঢাকায় নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকার অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজের সচিব আতিকুর রহমান বলেন, উনি প্রায় এক বছর ধরে লেকচারার ছিলেন। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন। শুনেছি সে মারা গেছেন।